কেন সবাই যীশুকে বিশ্বাস করে না?

মার্ক ৪:১-২০

যীশু খ্রীস্টে বিশ্বাস করার পর, আমাদের সবার ইচ্ছা হয়, যেন সবাই যীশুকে বিশ্বাস করে। তাই, আমরা আমাদের বিশ্বাসের কথা সুসমাচারের দ্বারা অন্যদের জানাই। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা আমাদের শিক্ষা দেয় যে, একই সুসমাচার যা শুনে আমি বিশ্বাস করেছি, তা শুনে আমার অনেক আত্মীয় বা বন্ধু বিশ্বাস করে না। কেন এমন ঘটে?

যীশু যখন এই পৃথিবীর মাটিতে ছিলেন, তখন তাঁকে যারা অনুসরণ করত (শিষ্য) তাদের কথা একবার চিন্তা করে দেখুন। ঈশ্বরপুত্র, স্বয়ং ঈশ্বর তাদের সঙ্গে চলাফেরা করছিলেন। তারা তাঁকে নিজের চোখে দেখেছিল, তাঁকে স্পর্শ করেছিল, তাঁর কথা নিজের কানে শুনেছিল, তাঁর দ্বারা সুস্থ হয়েছিল; তবুও বেশিরভাগ মানুষ তাঁকে বর্জন করেছিল। ধর্মীয় নেতারা তাঁকে শয়তানের এজেন্ট পর্যন্ত বলেছিল; নিজের বাড়ির লোকেরাও প্রথমে তাঁকে ভুল বুঝেছিল। কেন তারা তাঁকে চিনতে ব্যর্থ হয়েছিল?

আজ আমরা যে অংশটি পাঠ করেছি, সেখানে যীশু নিজে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। আসুন, প্রথমে আমরা শাস্ত্রবাক্য থেকে দেখি —

ক। বীজবাপকের দৃষ্টান্ত (১-৯ পদ)

যীশু আবার গালীল হ্রদে নৌকায় চড়ে, তীরে-বসে থাকা মানুষদের শিক্ষা দিচ্ছেন। বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী বিভিন্ন মানুষ তাঁর শিক্ষা শুনতে এসেছে। নৌকার মঞ্চ থেকে তীরে-বসা দর্শকদের উদ্দেশে যীশু দৃষ্টান্তের মাধ্যমে শিক্ষাদান শুরু করলেন। দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ঘটনাকে ব্যবহার করে শিক্ষা দেবার পদ্ধতিকে দৃষ্টান্ত *(Parable)* বলা হয় (স্বর্গীয় অর্থসমৃদ্ধ পার্থিব কাহিনী)।

যীশুর এই দৃষ্টান্তটি "বীজবাপকের দৃষ্টান্ত" নামে পরিচিত। প্রাচীন ইস্রায়েলে মাটি কোপাবার আগে বীজ ছড়াবার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। আবার জমি বেশি না থাকায়, চাষী তার জমির সর্বত্র বীজ ছড়াত। দৃষ্টান্ত অনুসারে, একই বীজ চার ধরনের মাটিতে পড়েছিল। প্রথমে আমরা দেখি তিন ধরনের ব্যর্থতা, যার জন্য সেই বীজ থেকে ফল পাওয়া গেল না — (১) পথের ধারে যে বীজ পড়েছিল, তা অঙ্কুরিত হল না, কারণ পাখিরা এসে তা খেয়ে নিল। (২) পাথুরে মাটিতে পড়া বীজ অঙ্কুরিত হলেও, যথেষ্ট মাটি না থাকায় শুকিয়ে গেল। (৩) কাঁটাবনে পড়া বীজ অঙ্কুরিত হল, বৃদ্ধিও পেল, কিন্তু কাঁটাবনের চাপে ফল ধরতে পারল না। কেবল উত্তম জমিতে পড়া বীজ থেকে ফল ধরল— (১) ত্রিশ গুণ, (২) ষাট গুণ, এবং (৩) শত গুণ।

এরপর আমরা যীশুকে মঞ্চ থেকে নেমে এসে, নিজের শিষ্যদের কাছে দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা দিতে দেখি।

খ। বীজবাপকের দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা (১০-২০ পদ)

যীশুকে অনুসরণ করার জন্য শিষ্যেরা ঈশ্বরের রাজ্যের নিগূঢ়তত্ত্ব জানবার অধিকারী ছিল। ঈশ্বরের রাজ্য সম্বন্ধে যীশুর ব্যাখ্যা শিষ্যদের কাছে নিগূঢ়তত্ত্ব; কারণ, ঈশ্বরের রাজ্যের আগমন সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের ধারণা ছিল। শক্তি, পরাক্রম বা শস্য-সংগ্রহ। কিন্তু যীশু এখানে তাকে মাটিতে বীজ পড়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন। যীশুর জন্ম এবং মৃত্যু। তাই, যীশু যিশাইয় ৬:৯, ১০ ব্যবহার করেছেন।

এরপর যীশু দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা শিষ্যদের কাছে তুলে ধরেছেন। বীজ হল "বাক্য"। বাক্য বলতে সাধারণত আমরা বাইবেলকেই বুঝি, কিন্তু মার্ক লিখিত সুসমাচারে বাক্য বলতে "সুসমাচারকে" নির্দেশ করা হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের মাটি এই সুসমাচারের প্রতি বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াকে নির্দেশ করে। (১) পথের ধারে পড়া বীজের কোন প্রতিক্রিয়াই নেই, (২) পাথুরে মাটিতে পড়া বীজের প্রতিক্রিয়া সাময়িক, (৩) কাঁটাবনে পড়া বীজের প্রতিক্রিয়া থাকলেও, সামাজিক দায়বদ্ধতা ফল ধরতে বাধা দেয়। কিন্তু উত্তম ভুমিতে পড়া বীজের ধারাবাহিক প্রতিক্রিয়া ফল ধরায়।

গ। কেন সবাই যীশুকে বিশ্বাস করে না?

(১) দৃশ্যগ্রাহ্য প্রাকৃতিক ঘটনাবলির দ্বারা নয়, কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্যের আগমন যীশু খ্রীস্টের মাধ্যমে। কীভাবে যীশুর জন্ম ও মৃত্যুর দ্বারা ঈশ্বরের রাজ্যের আগমন হতে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

পারে, তা অনেকেই বুঝতে পারে না। আবার যদি যীশুর দ্বারা ঈশ্বরের রাজ্য আমাদের মধ্যে এসে থাকে, তাহলে, কেন এত দুঃখ-কষ্ট, অত্যাচার-অনাচার, রক্তপাত-ব্যথা? মানুষেরা ঈশ্বরের পথকে বোঝে না।

(২) যীশুতে বিশ্বাস ব্যতীত ঈশ্বরের রাজ্যের বাস্তবতা আমরা উপলব্ধি করতে পারি না। দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা তাদের কাছে করা হয়েছে, যারা ইতিপূর্বেই যীশুকে বিশ্বাস করেছে। খ্রীস্ট-বিশ্বাসের চশমা জীবনকে নতুনভাবে আমাদের দেখতে শেখায়। কেবল যীশুর সঙ্গে সম্পর্কবদ্ধ হবার পরেই আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের বিভিন্ন বিষয় উপলব্ধি করতে পারি। বিশ্বাস ছাড়া এই উপলব্ধি অসম্ভব।

(৩) হৃদয়-ভূমির প্রস্তুতি অনুসারে সুসমাচারের প্রতি প্রতিক্রিয়া নির্ভর করে। একই বীজ চার ধরনের জমিতে পড়েছিল। চার ধরনের প্রতিক্রিয়ার জন্য বীজ বা কৃষক দায়ী নয়, কিন্তু মাটি দায়ী। আমরা যদি সুসমাচার প্রচার করেও ব্যর্থ হয়ে থাকি, নিরুৎসাহ হবার প্রয়োজন নেই। এই ব্যর্থতা শেষ কথা নয়, কারণ আগামী দিনে ঈশ্বর আমাদের উত্তম ভূমি দান করবেন। সুসমাচার প্রচার চলবে।

(৪) আমাদের জীবনে উৎপন্ন ফলের দ্বারা, সুসমাচারের প্রতি আমাদের প্রতিক্রিয়া বিচারিত হয়। সুসমাচারের প্রতি প্রকৃত প্রতিক্রিয়া ফল ধরেছে। যীশুতে বিশ্বাস আমাদের জীবনে পরিবর্তন আনতে বাধ্য। যীশুতে বিশ্বাসী হয়ে আমরা ঈশ্বরের রাজত্বের নিচে বাস করি। যার ফলস্বরূপ আমাদের জীবনে ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য সমূহ ফুটে ওঠে। আত্মার ফল (গালা. ৫:২২-২৩), প্রকৃত বিশ্বাস।